বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আদেশ-১৯৭৩

যেহেতু, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে [১][যে কোন স্থানে] গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নেবর্ণিত আদেশ প্রদান করিলেনঃ-

১। (১) এই আদেশ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে-

(ক) **''পর্ষদ''** অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ;

(খ) ''ঋণ গ্রহিতা'' অর্থ কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহ নির্মাণ, মেরামত বা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তি সংঘ, নিগমবদ্ধ হোক বা না হউক;

(গ) **''কর্পোরেশন''** অর্থ এই আদেশের অধীন স্থাপিত **বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন;**

(ঘ) **''সরকার''** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(ঙ) **''গৃহ''** অর্থ মনুষ্য বসবাসের অভিপ্রায়ে নির্মিত দালান-কোঠা, যে ভূমিতে নির্মিত হয়েছে সেই ভূমিসহ, এবং ইহা এক বা একাধিক [১][ফ্ল্যাট, এ্যাপার্টমেন্ট বা অন্যান্য] গৃহ-ইউনিট সমন্বয়ে গঠিত হইতে পারিবে;

(ঙঙ) [২][বাতিল]

(চ) **''ব্যবস্থাপনা পরিচালক''** অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(ছ) **''আদেশ''** অর্থ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭৩; এবং ;

(জ) **''নির্ধারিত''** অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত।

৩। (১) এই আদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, যথাশীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন নামে একটি কর্পোরেশন স্থাপন করা হইবে।

(২) বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার এবং অধিকারে রাখিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা করা যাইবে।

৪। (১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে [৩][একশত দশ কোটি টাকা] যাহা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় হইবে।

(২) কর্পোরেশন দফা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদেয় মূলধনের উপর বাৎসরিক ২% হারে সরকারকে সুদ প্রদান করা হইবে।

৫। (১) কর্পোরেশনের সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসন এবং ইহার কার্যাবলি পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত হইবে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক অন্যান্য পরিচালকের সহায়তায় কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োগকৃত ও সম্পাদিতব্য কার্যাদি সম্পাদন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব পালনকালে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্যপরিচালনা করিবে এবং নীতিগত প্রশ্নে সরকারের নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং কোন প্রশ্ন নীতি নির্ধারণী প্রশ্ন কি-না সে সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) যদি পর্ষদ পূর্বোল্লিখিত কোন নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সরকার ইচ্ছা করিলে পরিচালকগণকে অপসারণ করিতে পারিবে এবং অনুচ্ছেদ ৭এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন ঐ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নতুন পর্ষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের স্থলে অন্য ব্যক্তিগণকে সাময়িকভাবে পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে।

৬। (১) সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, তৎকর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও শর্তাবলীতে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনিই পর্ষদের পক্ষে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

[১][(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রত্যেক গৃহ বা উহার একটি ইউনিটের জন্য সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সিলিং এর সীমার মধ্যে ঋণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং তিনি এইরূপ মঞ্জুরীকৃত ঋণের একটি তালিকা পর্ষদের সভায় অবগতির জন্য উপস্থাপন করিবেন।]

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঋণ বাতিল, মঞ্জুর ও মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ হ্রাস এবং অনুচ্ছেদ ২৫ অনুসারে ঋণ রিকল করিতে পারিবেন।

(৫) সে সকল বিষয় নির্দিষ্টভাবে এই আদেশে বা এই আদেশের প্রণীত বিধি বা প্রবিধিতে পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদন করিতে বলা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ব্যবসা পরিচালনা, কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও কার্য ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব থাকিবে।

৭। (১) সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক [২][ ] এবং অন্যান্য অনধিক পাঁচজন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে।

(২) দফা (১) এর অধীন প্রথম পর্ষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ৬(১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাবলি ও বিষয়াদি সম্পাদন হইতে পারে, সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

৮। (১) একজন পরিচালক সরকারের সন্তোষজনক সময়কাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকিবেন তবে এই মেয়াদ তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

(২) একজন পরিচালকের মেয়াদ আকস্মিকভাবে শূন্য হইলে অন্য একজন পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে উহা পূরণ করা হইবে যিনি, দফা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, পূর্বসূরীর অবশিষ্ট সময়কালের জন্য পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) কেবল পর্ষদ গঠনের কোন শূন্যতা বা কোন ত্রুটির কারণে পর্ষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৯। কোন ব্যক্তি পরিচালক হইতে বা থাকিতে পারিবেন না, যিনি-

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত কর্পোরেশনের বেতনভুক্ত একজন কর্মচারী, বা

(খ) যে কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন বা হইয়াছেন, বা

(গ) উম্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণিত হন, বা

(ঘ) সরকারের দৃষ্টিতে কোন সময় নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে অভিযুক্ত হন বা হইয়াছেন, বা

(ঙ) আপাতত: বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন সরকারি কোন পদে অধিষ্ঠিত হইবার অযোগ্য হন, বা

(চ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন।

১০। পর্ষদের চেয়ারম্যানের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন পরিচালক যদি পরপর পর্ষদের তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তাহার পরিচালক পদের অবসান হইবে।

[১][**১০ক।** (১) সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে পর্ষদের সভাপতি বা চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবে।

(২) চেয়ারম্যান, পরিচালক হিসাবে পদে বহাল থাকা সাপেক্ষে, পরিচালকের দায়িত্ব পালন পরিবেন এবং পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান পদ আকস্মিকভাবে শূন্য হইলে সরকার, ক্ষেত্রমত, অবশিষ্ট মেয়াদ বা চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতকালিন মেয়াদের জন্য পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবেন কিন্তু এইভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহার পূর্বসূরীর পদের মেয়াদ উত্তীর্ণের অতিরিক্ত সময়ের জন্য পদে বহাল থাকিতে পারিবেন না।

১১। (১) [এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে][২], কর্পোরেশন ইহার কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে [৩][হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ১৯৫২ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন] এর বাংলাদেশী প্রত্যেক অফিসার বা অন্যান্য কর্মচারি, ক্ষেত্রমত, কর্পোরেশনের অফিসার বা কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং এই আদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে কার্য সম্পাদন বা দায়িত্ব পালন করিতেন সেই একই শর্তে কর্মে নিয়োজিত থাকিবেন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, পেনশন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত যে অধিকার ও সুবিধাসমূহ ভোগ করিতেন সেইগুলি অপরিবর্তিত থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্পোরেশনে তাহার চাকুরি অবসায়ন হয় বা তাহার পারিতোষিক অথবা চাকুরির শর্তসমূহ কর্পোরেশন কর্তৃক যথাযথভাবে পরিবর্তিত হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অফিসার বা কর্মচারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কর্পোরেশনের চাকুরিতে কর্মরত থাকিবার বা না থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন অফিসার বা অন্যান্য কর্মচারীর চাকুরির শর্তসমূহ সরকার পরিবর্তন করিতে পারিবে যদি ঐ সকল পরিবর্তন চাকুরির সমরূপতা ও সমতার স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৩) আপতত বলবৎ চাকুরির যে কোন শর্ত বা কোন নিষ্পত্তিকৃত রায় (Award Settlement) বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে কর্পোরেশন পারিতোষিক (হ্রাস বা অন্য প্রকারে) পরিবর্তন করিতে এবং কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরির অন্যান্য শর্ত পরিবর্তন করিতে পারিবে, এবং যদি ঐ ধরনের পরিবর্তন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন, একজন স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে, তিন মাসের পারিতোষিকের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ এবং, একজন অস্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে, একমাসের পারিতোষিকের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া তাহার চাকুরির অবসায়ন ঘটাইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা- একজন অফিসার বা কর্মচারী তাহার চাকুরির শর্তানুযায়ী যে অবসর ভাড়া, গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধা পাইতে পারেন দফা (৩) এর অধীনে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ ইহার অতিরিক্ত গণ্য হইবে।

(৪) এই আদেশ প্রবর্তন হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ১৯৫২ এর অধীন স্থাপিত হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর অফিসার বা কর্মচারী ছিলেন কি-না, সেই সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে, উহা সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে এবং পক্ষগণ উহা মানিতে বাধ্য থাকিবে।

[১][(৫) এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে কর্পোরেশনের একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করিতে পারিবে।]

১২। কর্পোরেশনের নিকট আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে পেশকৃত প্রকল্পের উপর কারিগরি উপদেশ প্রদান অথবা পর্ষদ কর্তৃক কমিটির নিকট পেশকৃত যে কোন বিষয়ের উপর কারিগরি উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন ''কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি'' নামে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৩। (১) নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদসম্পর্কে প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সভা পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক আহবান করা হইবে।

(২) [২][ছয় জন] পরিচালকের সমন্বয়ে পর্ষদ গঠিত হইলে তিন জন পরিচালকের এবং অনধিক পাঁচ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পর্ষদ গঠিত হইবে। দুই জন পরিচালকের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূরণ হইবে।

(৩) পর্ষদের সভাসমূহে উপস্থিত প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) কোন পরিচালকের কোন ঋণ আবেদনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্টতা থাকিলে, তিনি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) কোন কারণে যদি চেয়ারম্যান পর্ষদের কোন সভয় উপস্থিত থাকিতে অপারগ হন, তাহা হইলে চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন পরিচালক, সভাপতিত্ব করিবেন, এবং এইরূপ ক্ষমতা প্রদান না করা হইলে সভায় উপস্থিত পরিচালকগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

১৪। নন-অফিসিয়াল পরিচালককে, যদি থাকে, পর্ষদ সভায় উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান করা হইবে।

১৫। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায়, থাকিবে এবং সরকারের সম্মতিক্রমে, পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানসমূহে, কর্পোরেশন ইহার জোনাল, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক এবং শাখা অফিসসমূহ স্থাপন করিবে।

১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কর্পোরেশন যে কোন ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে ইহার 'সঞ্চয়ী হিসাব' খুলিতে পরিবে।

১৭। কর্পোরেশন নির্ধারিত জামানতে বা নির্ধারিত অন্যকোন পদ্ধতিতে ইহার তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই জামানত বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারিবে।

১৮। (১) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কর্পোরেশন ইহার নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে বন্ড ও ঋণপত্র ছাড়িতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের মোট দেনার পরিমাণ ঐ সমস্ত বন্ড ও ঋণপত্র এবং সম্ভাব্য বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য দায়-দেনার পরিমাণ কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের [৩][পনের] গুণের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড ও ঋণপত্রের আসল টাকা এবং উহার উপর আরোপিত সুদ পরিশোধের বিষয়ে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে।

১৯। (১) সরকার অনুমোদিত শর্তে কর্পোরেশন আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, কর্পোরেশন সরকারের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে কর্পোরেশন, গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্গঠন এর উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহিতাগণকে ঋণ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২১। (১) যে ভূমির উপরে গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্গঠন করা হইবে সেই ভূমিসহ নির্মিতব্য গৃহ অথবা ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদারের অথবা উভয়েরই, যেরূপ নির্ধারিত হয়, অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক (mortgage) প্রদান, দায়-বন্ধক (hypothetication) বা স্বত্বার্পণ (assignment) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হইলে কোন প্রকার ঋণ প্রদান করা হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে জমির উপর গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পূনর্গঠন করা হইবে, ঋণ গ্রহিতা যদি তাহার মালিক না হইয়া বন্ধক গ্রহিতা, ইজারা গ্রহিতা, বা উপ-ইজারা গ্রহিতা বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় স্বত্বাধিকার অর্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, ঐ ধরণের ভূমি, এবং উহার উপর নির্মিতব্য গৃহকে জামানত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উহার বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাইবে।

(২) সকল ঋণ গৃহ নির্মাণ, মেরামত বা পুনর্গঠন এর কাজের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিস্তিতে প্রদান করা হইবে।

(৩) কোন সম্পত্তি জামানত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না, যদি না উক্ত সম্পত্তি সকল প্রকার দায় দেনা মুক্ত হয় এবং ঋণ প্রদানের অন্যান্য শর্তসমূহের মধ্যে ইহা একটি শর্ত হইবে যে, যে সম্পত্তি বা বাড়ির জন্যই ঋণ প্রদান করা হইবে তাহা কর্পোরেশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিক্রয়, হস্তান্তর বা দায়যুক্ত করা যাইবে না [১][এবং কর্পোরেশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিক্রয়, হস্তান্তর বা দায় সৃষ্টি করা হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য পরিগণিত হইবে]।

(৪) দফা-(৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুচ্ছেদ ২২ এ নির্দেশিত সর্বোচ্চ সীমার ভিত্তিতে, কর্পোরেশন যে কোন ঋণ গ্রহিতাকে ইতোমধ্যে কর্পোরেশনের নিকট বন্ধককৃত সম্পত্তির জামানতের উপর এবং এতদুদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক প্রস্তাবিত ও কর্পোরেশন কর্তৃক স্বীকৃত জামানতের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যদি ঋণ গ্রহিতা বা ঋণ গ্রহিতা একাধিক ব্যক্তি হইলে এইরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তিগণ যদি অনুমোদিত হাউজিং সোসাইটির সদস্য না হন, অথবা যে ভূমির উপর গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্গঠন কার্য সম্পাদিত হইবে সেই জমি গ্রহিতা যে শর্তে উহা অর্জন করিয়াছে সেই সব শর্ত অথবা যে সব শর্তে ভূমি ইজারা লওয়া হইয়াছিল তাহা কর্পোরেশনের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হয় এবং যে এলাকায় গৃহ নির্মিত হইবে উহা পর্যাপ্তভাবে পরিকল্পিত এলাকা না হয় তাহা হইলে কোন ঋণ প্রদান করা যাইবে না।

(৬) কর্পোরেশন নিম্নোক্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে কোন প্রকার ঋণ প্রদান করা যাইবে না-

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদেয় ঋণের সঙ্গে ঋণ গ্রহিতা বাকী প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান দিয়া গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্গঠন এর সমস্ত ব্যয় নির্বাহে সমর্থ হইবে;

(খ) ঋণ গ্রহিতা অথবা তাহার জামিনদার বা ক্ষেত্রমত, উভয়েরই এবং ঋণ গ্রহিতা একাধিক ব্যক্তি হইলে, ঐরূপ যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি বা তাহাদের জামিনদারের নির্দিষ্ট সময়ে কর্পোরেশন নির্ধারিত মতে ঋণ পরিশোধের পর্যাপ্ত সম্পদ রহিয়াছে;

(গ) বাড়িটি স্বল্পব্যয়ের ও পছন্দনীয় নকসার এবং মজবুতভাবে নির্মাণের বিষয়ে এবং বাড়িটির বৈশিষ্ট্য এমন ধরনের যে ঋণের মেয়াদাকালে উহার মেরামত এবং রক্ষণ ব্যয় বাস্তবসম্মতভাবে নূন্যতম হইবে এবং বিষয়টি নিশ্চিত করিবার জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

(৭) কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসাবে গ্রহণের পূর্বে প্রযোজ্য অবচয় এবং সম্ভাব্য মূল্য হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে এবং যখনই ঐ সমস্ত সম্পত্তির মূল্য হ্রাস অনুমোদিত সীমার নিম্নে পরিলক্ষিত হইবে তখনই অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) আসল ও সুদের টাকা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত হইবে এমন মাসিক কিস্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধিযোগ্য হইবে।

(৯) কোন প্রকার ঋণ [১][৩২] বৎসরের অধিক সময়ের জন্য প্রদান করা যাইবে না।

(১০) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদেয় ঋণের উপর আরোপযোগ্য সুদের হার সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হইবে।

(১১) ঋণ গ্রহিতা ও কর্পোরেশনের মধ্যকার প্রতিটি চুক্তিতে গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্গঠন এর কাজ শুরুর এবং পরিসমাপ্তির সময় নির্দিষ্ট থাকিতে হইবে।

(১২) আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনকৃত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় তথ্যাদি কর্পোরেশনের কোন পরিচালক বা কর্মচারীর নিকট প্রদান করা হইলে তাহা ঐ ব্যক্তির লিখিত সম্মতি ছাড়া ঐ সব পরিচালক বা কর্মচারী কর্তৃক কর্পোরেশনের আইনগত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(১৩) কোন ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ প্রদান করা হইবে না, [১][যদি না তিনি] নির্ধারিত শর্তসমূহ পরিপালন করেন।

[৩][২২। কর্পোরেশন দুই হাজার টাকার নিচে বা গৃহ নির্মাণ, মেরামত বা পুনর্গঠন ব্যয় বাবদ **সরকার** সময়ে সময়ে যে পরিমাণ টাকার সিলিং নির্ধারণ করিবেন তাহার বেশী কোন টাকার জন্য ঋণ মঞ্জুর করিবে না।]

২৩। (১) কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে যেইরূপ চুক্তি করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন, কর্পোরেশন ঋণ গ্রহিতাগণের সহিত সেইরূপ চুক্তি করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন ঋণ গ্রহিতার নিকট হইতে আবেদন ও নির্ধারিত হারে পরিদর্শন 'ফি' দাবী করিতে পারিবে।

২৪। কর্পোরেশন-

(ক) এই আদেশের অধীন ব্যতীত কোন আমানত গ্রহণ; অথবা

(খ) কোন কোম্পানির শেয়ার বা স্টকে সরাসরি টাকা খাটানো; অথবা

(গ) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্গঠণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ)-এ উল্লিখিত কোন কিছুই কর্পোরেশন কর্তৃক ঋণ গ্রহিতার নিকট হইতে জামানত হিসাবে যে কোন কোম্পানির শেয়ার বা স্টক অর্জনের অধিকারকে প্রভাবিত করিবে না।

২৫। চুক্তিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, কর্পোরেশন ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে এমন গ্রহিতা বা তার জামিনদারকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে বলিতে পারিবেঃ-

(ক) যদি ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদার ঋণ পরিশোধে খেলাপী হন; [৪][ ]

(খ) যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ গ্রহিতা অথবা তাহার জামিনদার কোন বস্তুগত বিষয়ে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল; বা

(গ) যদি ঋণ গ্রহিতা কর্পোরেশনের সহিত ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করিয়া থাকেন; বা

(ঘ) যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল যদি সেই উদ্দেশ্যে ঋণ ব্যবহৃত না হয়; বা

(ঙ) ঋণ গ্রহিতা ও কর্পোরেশনের মধ্যকার চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যে যদি গৃহ নির্মাণ, বা ক্ষেত্রমত, মেরামত বা পুনর্গঠনের কার্য সম্পাদন না করা হয় এবং এই ব্যর্থতার কারণসমূহ যদি ঋণ গ্রহিতার আয়ত্বের বাহিরে না হয়;

(চ) যদি এই মর্মে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, যদি ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদার দায় পরিশোধে অসমর্থ বা দেউলিয়া হইতে পারে;

(ছ) ঋণের পক্ষে জামানত হিসাবে কর্পোরেশনের নিকট জামানতকৃত (pledged), বন্ধকী, দায়বন্ধককৃত বা স্বত্বার্পিত সম্পত্তি যদি উপযুক্তভাবে ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদার কর্তৃক সংরক্ষণ করা না হয় অথবা নির্ধারিত হারের অধিক মূল্যে যদি সম্পত্তির অবচয় হইয়া থাকে এবং ঋণ গ্রহিতা যদি কর্পোরেশনের সন্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত জামানত প্রদানে অসমর্থ হয়; বা

(জ) ঋণের পক্ষে জামানতকৃত বাড়ি, ভূমি বা অন্যান্য বন্ধকী সম্পত্তি যদি পর্ষদের অনুমতি ব্যতিরেকে ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদার কর্তৃক যে কোন উপায়ে হস্তান্তরিত বা দায়যুক্ত করা হয়; বা

(ঝ) যদি অন্য কোন কারণে কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে এধরণের নোটিশ প্রদান পর্ষদের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় মনে হয়।

২৬। (১) যখন ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদার ঋণ খেলাপী হয় [১][ ] অথবা অন্যকোনভাবে কর্পোরেশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ বা নিশ্চিয়তাপত্র অনুসরণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, কর্পোরেশন, আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদার কর্তৃক কর্পোরেশনের নিকট জামানতকৃত, বন্ধকী, দায়বন্ধকৃকত বা স্বত্বার্পিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে।

(২) দফা (১) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পত্তির হস্তান্তর দ্বারা হস্তান্তরিত ব্যক্তির নিকট ঐ সম্পত্তিতে সকল স্বত্বাধিকার এইরূপভাবে ন্যস্ত করিবে, যেন হস্তান্তরিত ব্যক্তির নিকট মালিক কর্তৃক সম্পত্তি বিক্রিত হইয়াছে।

(৩) ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদারের নিকট কর্পোরেশনের সকল পাওনা বকেয়া ভূমি রাজস্বের মত আদায়যোগ্য হইবে।

২৭। (১) ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক কোন চুক্তি ভঙ্গের কারণে কর্পোরেশন ঋণ গ্রহিতার নিকট পাওনা টাকা আশু পরিশোধের দাবি করিবার অধিকারী হইলে যে জেলা জজের এখতিয়ারাধীন এলাকায় ঋণ গ্রহিতার বাড়ি অবস্থিত সেই জেলা জজ-এর আদালতে পর্ষদ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের একজন অফিসার নিম্নোক্ত যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন দাখিল করিতে পারিবে; যথা:

(ক) পাওনা টাকার জন্য ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক কর্পোরেশনের নিকট জামানতকৃত, বন্ধকী, দায়বন্ধককৃত বা স্বত্বার্পিত কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের আদেশের জন্য;

(খ) ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদারকে উপ দফা (ক)-এ বর্ণিত সম্পত্তি যে কোন উপায়ে অপসারণ, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের কার্য হইতে বিরত করিবার নিষেধাজ্ঞা আদেশের জন্য;

(গ) উপরোল্লিখিত উপদফা (ক) এ বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ এবং ঋণ গ্রহিতা বা জামিনদারের ঐ সমস্ত অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ, যাহা জেলা জজ এর মতে, খরচ ও সুদসহ, ঋণ গ্রহিতার নিকট হইতে কর্পোরেশনের দাবী মিটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার অন্তবর্তীকালীন ক্রোক আদেশের জন্য;

(২) দফা (১) অনুযায়ী আবেদপত্রে, ঋণ গ্রহিতার বা তাহার জামিনদারের দায়বদ্ধতার প্রকৃতি ও সীমা এবং কর্পোরেশনের নিকট যে কারণসমূহের ভিত্তিতে আবেদন করা হইয়াছে তাহা এবং নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) দফা (১) এর উপদফা (খ) ও (গ)-এ উল্লেখিত মতে দরখাস্তের ক্ষেত্রে জেলা জজ গ্রহিতার বক্তব্য শুনিতে পারেন, এবং তাহার মতে কর্পোরেশনের সমস্ত দাবী মিটাইবার জন্য যেরূপ আদেশ প্রদান করা উপযুক্ত মনে করিবেন, গ্রহিতার প্রতি তদ্রুপ অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) দফা (৩) এর অধীন আদেশ প্রদানের সময় জেলা জজ আবেদনপত্রের অনুলিপি, দফা (৩) এর অধীনে যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহার এবং দফা (৩) এর অধীন যে কোন সাক্ষ্য, যাহা নথিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার

অনুলিপিসমূহ নোটিশ মারফৎ ঋণ গ্রহিতা ও তাহার জামিনদারের নিকট প্রেরণ করিয়া ঋণ গ্রহিতা এবং তাহার জামিনদারকে নোটিশে উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এই মর্মে কারণ দর্শাইতে নির্দেশ দিবেন যে, কেন অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ নিশ্চিত করা হইবে না এবং আবেদনপত্রে উল্লেখিত প্রতিকারসমূহ কেন মঞ্জুর করা হইবে না।

(৫) দফা (৪) এর অধীন দেওয়া নোটিশে উল্লেখিত তারিখে বা তাহার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো না হয়, তাহা হইলে জেলা জজ আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৬) যদি ঋণ গ্রহিতা এবং তাহার জামিনদার উপস্থিত থাকেন এবং কারণ ব্যাখ্যা করেন, তবে জেলা জজ, তাহা বিবেচনা করিবেন এবং আবেদনপত্রে দাবীকৃত প্রতিকার সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষ্য পেশ করিবার জন্য ন্যায় সঙ্গত সুযোগ কর্পোরেশনকে প্রদান করিবেন এবং পক্ষদ্বয়ের শুনানী অন্তে সাক্ষ্যাদি বিবেচনার পর আবেদন নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান করিবেন।

(৭) দফা (৫) বা দফা (৬) এর অধীন জেলা জজ তাহার আদেশ প্রদান করিবার ক্ষেত্রে-

(ক) ঋণ গ্রহিতার নিকট কর্পোরেশনের যে পরিমাণ অর্থ পাওনা এবং ঐ অর্থের উপর প্রদেয় সুদের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) ক্রোক সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের আদেশ করিবেন বা প্রত্যাখ্যান করিবেন;

(গ) ঋণ গ্রহিতা এবং তাহার জামিনদারকে সংযত করিবার জন্য যে সমস্ত অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল বা সম্পত্তিসমূহের ক্রোকের আদেশ দেয়া হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত, মুক্ত বা রদ করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) আনুষংগিক অন্য যে কোন আদেশ দিতে পারিবেন।

(৮) ঋণ গ্রহিতা বা তাহার জামিনদারের সম্পত্তি ক্রোকের ৩০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশনের লিখিত সম্মতি ব্যতীত বা হাইকোর্ট ডিভিশনে আপিল করা হইলে, হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশ ব্যতীত, ঐ সম্পত্তির ক্রোক অবমুক্তির জন্য জেলা জজ এর কোন আদেশ কার্যকর হইবে না।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন সম্পত্তি ক্রোক বা সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ, যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীনে সম্পত্তি ক্রোক এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে অথবা ডিক্রিজারি মামলায় সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনকে ডিক্রীদার গণ্য করিয়া ডিক্রিজারি পদ্ধতি কার্যকর করিতে হইবে।

(১০) দফা (৫) অথবা (৬) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ ঐ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট ডিভিশনে আপিল করিতে পারিবেন এবং ঐ ধরণের আপীলের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশন পক্ষগণকে শুনানীর পর, যেইরূপ আদেশ প্রদান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৮। ব্যাংকার্স বুকস এভিডেন্স আইন, ১৮৯১ অনুযায়ী এই কর্পোরেশনকে একটি ব্যাংক হিসাবে গণ্য করা হইবে।

২৯। কর্পোরেশন সম্পত্তির অবচয়, সন্দেহজনক এবং কুঋণ এর প্রভিশন করা এবং ব্যাংকার হিসাবে বা অন্য কোন বিষয়ে সাধারণত যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় উহা গ্রহণ করিবার পর, বার্ষিক নীট লাভ হইতে সংরক্ষিত তহবিল বা তহবিলসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, এবং ইহার পর অতিরিক্ত কোন টাকা থাকিলে তা সরকারকে প্রদান করিতে হইবে।

[১][**২৯।** (ক) ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট, ১৯২২ (১৯২২ এর ১১) অনুযায়ী কর্পোশেনকে এই আইনে বিধৃত অর্থে একটি কোম্পানি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে এবং কর্পোরেশন তাহার আয়, লাভ এবং মুনাফা অনুসারে আয়কর এবং অধিকর প্রদানে বাধ্য থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ১৮ অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জামানতের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থকে কর্পোরেশনের আয়, লাভ বা মুনাফার কোন অংশ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না এবং ঐ অর্থ হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক ঋণপত্র বা বন্ডের উপর প্রদেয় সুদকে ইহার ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

৩০। (১) কর্পোরেশনের হিসাবপত্র নিরীক্ষার জন্য সরকার, মহা-হিসাব নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রকের সহিত পরামর্শক্রমে চাটার্ড একাউটেন্টস অধ্যাদেশ, ১৯৬১এ বর্ণিত চাটার্ড একাউটেন্টের সংজ্ঞানুসারে অনধিক দুইজন নিরীক্ষক নিয়োগ করিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃক তাহাদেরকে সরকার নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হইবে এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রক এর, কোম্পানির আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিরীক্ষা সীমা ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিরীক্ষকগণকে নির্দেশনা প্রদান করিবার এবং এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় অনুসারে কর্পোরেশন কর্তৃক উল্লেখিত হিসাবের ফরম নির্ধারণের ক্ষমতা থাকিবে।

(১এ) পূর্ববর্তী দফার বিধানাবলি সত্বেও, যেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৮ এর দফা (২) এর অধীন নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সরকারকে কোন অর্থ পরিশোধ করিতে হয় সেই ক্ষেত্রে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছায় অথবা সরকারের পক্ষ হইতে অনুরোধ প্রাপ্তির ভিত্তিতে যে সময়ে কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজন মনে করিবেন, সেই সময়েই নিরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নিরীক্ষারকালে তিনি যে স্থান বা স্থানসমূহে হিসাবের বই ও সম্পৃক্ত দলিলপত্রাদি উপস্থাপনের জন্য নির্ধারণ করিবেন কর্পোরেশন সেই সময়ে ও স্থানে উহা উপস্থাপন করিবে এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা তথ্যাদি চাহিবেন কর্পোরেশন তাহাও পেশ করিবে।

(২) দফা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে কর্পোরেশন বার্ষিক স্থিতিপত্রের একটি কপি প্রদান করিবে এবং তাঁহারা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাব এবং ভাউচার মিলাইয়া উহা পরীক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদেরকে কর্পোরেশন কর্তৃক রক্ষিত সকল হিসাব বহির একটি তালিকা প্রদান করিতে হইবে এবং এরূপ হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে কর্পোরেশনের যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৩) বার্ষিক স্থিতিপত্র এবং হিসাবের বিষয়ে নিরীক্ষকগণ সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং স্থিতিপত্রটি তাঁহাদের মতানুসারে প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ অর্ন্তভূক্ত করিয়া নির্ভুলভাবে প্রণীত একটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ স্থিতিপত্রটি কি-না এবং তাহাকে কর্পোরেশনের কর্মকান্ডের সঠিক অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কি-না এবং কোন ক্ষেত্রে পর্ষদের নিকট কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য চাওয়া হইয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছিল কি-না বা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহার সন্তোষজনক ছিল কি-না তাহা ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করিবেন।

(৪) সরকার যে কোন সময়ে নিরীক্ষকগণের প্রতি তাঁহাদের রিপোর্টে সরকার এবং কর্পোরেশনের পাওনাদারগণের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাদির পর্যাপ্ততা এবং কর্পোরেশনের কার্যকলাপ নিরীক্ষায় তাহাদের কার্যপ্রণালীর পর্যাপ্ততা উল্লেখ করিতে নির্দেশনামা জারি করিতে পারিবেন এবং যে কোন সময় নিরীক্ষার পরিধি পরিবর্ধন বা বিস্তৃত করিতে পারিবেন অথবা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচনা হইলে নিরীক্ষা কার্যে ভিন্ন কার্যপ্রণালী অবলম্বনের জন্য ও নিরীক্ষক কর্তৃক যে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩১। (১) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রত্যেক মাসের শেষ শুক্রবারে কর্মদিবস সমাপ্তিতে বা ঐদিন সরকারি ছুটির দিন হইলে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১ অনুসারে পূর্ববর্তী কর্মদিবসের শেষে ঐ তারিখ হইতে দশ দিন বা তারিখের মধ্যে একটি নির্ধারিত ফরমে কর্পোরেশনের সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত বিবরণী সরকারের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, যে সমস্ত রিটার্ণ এবং বিবরণীসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রেরণ করিতে বলা হইবে, কর্পোরেশন নির্ধারিত ফরমে তাহা সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৩) কর্পোরেশন আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঐ বৎসর সমাপনীতে একটি নিরীক্ষিত বিবরণী যাহাতে নির্ধারিত ফরমে কর্পোরেশনের সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব ও তৎসঙ্গে ঐ বৎসরের লাভ লোকসানের হিসাব এবং বৎসরব্যাপী কর্পোরেশনের কার্যাবলির উপর একখানা প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উক্ত বিবরণী, হিসাব ও প্রতিবেদনের অনুলিপিসমূহ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

৩২। কোম্পানি বা কর্পোরেশনের অবসায়ন সংক্রান্ত আইনের কোন শর্তাবলী এই কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের নির্দেশ এবং নির্দেশিত পন্থা ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের অবসান করা যাইবে না।

৩৩। (১) প্রত্যেক পরিচালককে দায়িত্বপালনকালে কর্পোরেশনের যে সমস্ত লোকসান বা ব্যয় হইবে তৎজন্য কর্পোরেশন কর্তৃক দায়মুক্ত করা হইবে, যদি না উক্তরূপ লোকসান বা ব্যয় পরিচালকের ইচ্ছাকৃত কাজ বা অবহেলাজনিত ত্রুটির জন্য হইয়া থাকে।

(২) কোন পরিচালককে, অন্যকোন পরিচালক বা কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর কার্যকলাপের দ্বারা কর্পোরেশনের পক্ষে গৃহিত বা অর্জিত সম্পত্তি বা জামানতের মূল্য বা অধিকারের অপর্যাপ্ততা বা ঘাটতিজনিত কারণে কর্পোরেশন কোন লোকসান বা ব্যয়ের সম্মুখীন হইলে অথবা কর্পোরেশনের নিকট হইতে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির ভুল কার্যকলাপের জন্য বা দায়িত্ব সম্পাদনকালে সরল বিশ্বাসেকৃত কার্যকলাপের জন্য তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাইবে না।

৩৪। প্রত্যেক পরিচালক, নিরীক্ষক কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্পোরেশনের চাকুরি শুরুর করার পূর্বাহ্নেই এই আদেশের সিডিউলে সংযোজিত ফরমে আনুগত্যের ও গোপনীয়তা বজায় রাখিবার ঘোষণাপত্র প্রদান করিবেন।

৩৫। (১) কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণী প্রদান করেন বা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বিবরণী ব্যবহার করেন বা কর্পোরেশনকে যে কোন ধরণের বা প্রকারের জামানত গ্রহণে প্রবৃত্ত করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ড বা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কর্পোরেশনের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে যদি কেহ কর্পোরেশনের নামে কোন প্রসপেকটাস বা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) কর্পোরেশনের পরিচালক, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী যেই হউন না কেন যদি তিনি তাহার আনুগত্যের ও গোপনীয়তার ঘোষণা লংঘন করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৪) পর্ষদের কোন সদস্য যদি তাহার দাযিত্ব পালনের সহিত সম্পর্কিত নয় এমন কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির আবেদনের সহিত কর্পোরেশনের বা পর্ষদের নিকট সরবরাহকৃত যে কোন তথ্য ব্যবহার বা প্রকাশ করেন তবে তিনি অনধিক ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৫) এই আদেশের অধীন যে কোন অপরাধ কোন আদালত আমলে নিবেনা যদিনা তাহা লিখিত অভিযোগ আকারে এবং এতদুদ্দেশ্যে, পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

৩৬। এই আদেশের বিধানাবলি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার এই আদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অধীন প্রণীত বিধিমালা পরবর্তী অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত প্রবিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে সেক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

৩৭। (১) এই আদেশের বিধানাবলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদ সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে এই আদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সকল বিষয়ে প্রবিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এইরূপ প্রবিধিমালায় বিশেষভাবে এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে-

(ক) পর্ষদের সভা আহবান, সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য ফি এবং সভার কার্য পরিচালনা;

(খ) কর্পোরেশন কর্তৃক যে পদ্ধতি ও শর্তে বন্ড ও ঋণপত্র ছাড়া এবং পুনঃক্রয় করা যাইবে;

(গ) যে শর্তসমূহ সাপেক্ষে কর্পোরেশন ঋণ মঞ্জুর করিতে পারিবে;

(ঘ) অনুচ্ছেদ (২১) এর দফা (৭) অনুসারে জামানতের পর্যাপ্ততা নির্ধারণের রীতি ও পদ্ধতি;

(ঙ) এই আদেশ অনুসারে, রিটার্ণসমূহ ও বিবরণীসমূহের ফরম;

(চ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে, তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী, ঐ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রতিনিধিগণের কর্তব্য ও আচরণ, এইরূপ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং উপরোল্লিখিত যে কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়;

(ছ) কোন ঋণ আবেদনে পর্ষদের কোন পরিচালকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্বার্থ প্রকাশ;

(জ) নির্ধারিত ফরমে কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন এবং পর্ষদ ও সরকারের নিকট নির্ধারিত তারিখে অনুমোদনের জন্য দাখিল করা;

(ঝ) সাধারণভাবে কর্পোরেশনের দক্ষ কার্য পরিচালনা;

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সকল প্রবিধান প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত তারিখে বলবৎ হইবে এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে ও সংসদে পেশ করিতে হইবে।

৩৮। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আদেশ জারির সঙ্গে সঙ্গে;

(ক) হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ এর ১৮ নং আইন) এর অধীন হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সমস্ত সম্পত্তি, অধিকার ও ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাসমূহ এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, নগদ স্থিতি, ব্যাংকে জমা অর্থ এবং ঐ সকল সম্পদ হইতে উদ্ভুত অধিকার এবং স্বার্থ অনতিবিলম্বে অত্র কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(খ) এই আদেশ জারির অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের সীমারেখার ভিতরে উল্লিখিত অধীন হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সমস্ত দায় দেনা, তাহা যে ধরণের হউক না কেন, সরকার অনুরূপ আদেশ প্রদান না করিলে, তাহা কর্পোরেশনের দায় ও দেনা হিসাবে পরিগণিত হইবে;

(গ) সরকার যদি অন্যরূপ কোন আদেশ না করেন তাহা হইলে উল্লেখিত হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন কর্তৃক তাহাদের বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা কর্পোরেশন কর্তৃক বা তাহার বিপক্ষে দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সেই অনুসারে বলবৎ থাকিবে বা চলিতে থাকিবে; এবং

(ঘ) এতদ্বারা বাতিলকৃত হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ১৯৫২ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত সকল বিধি ও প্রবিধি, যদি বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধি বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯। এতদ্বারা বাতিলকৃত হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সালের ১৮ নং আইন) বাতিল করা হইল।

তফসিল

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

আনুগত্যের ঘোষণা ও গোপনীয়তার অঙ্গীকারনামা

আমি..... পিতা/স্বামী..... এতদদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি বিশ্বস্ততার সহিত যথার্থরূপে এবং আমার সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও সামর্থ অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের (ক্ষেত্রমত) একজন পরিচালক/কর্মকর্তা/আইন উপদেষ্টা/তালিকাভূক্ত আইনজীবী/কর্মচারী ও নিরীক্ষক হিসেবে আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন ও পালন করিব যাহা উক্ত কর্পোরেশনে আমার অধিকৃত কার্যালয় বা পদের সহিত যথার্থভাবে সম্পর্কিত থাকিবে।

আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, কর্পোরেশনের কার্যকলাপের সহিত সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে আইনতঃ অধিকার প্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তির সহিত কোন যোগাযোগ করিব না ও কর্পোরেশনের কার্যকলাপের সহিত সম্পর্কিত বা কর্পোরেশনের অধিকৃত যে কোন হিসাবপত্র বা দলিল দস্তাবেজ ঐরূপ কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিব না।

উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত

তারিখ

স্বাক্ষর.....

স্বাক্ষর.....

স্বাক্ষর.....